কেস স্টাডি

বদলে যাওয়া নারী মিনু বেগম

ইচ্ছাই শক্তি। ইচ্ছা আর মনোবলই মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলে। কাজে একাগ্রতা থাকলে বিনিয়োগ বড় বাঁধা হতে পারেনা। অল্প পুঁজি নিয়েও ধৈর্য্যের সাথে কাজ করে যেতে পারলে উন্নতি হয়। অভিজ্ঞতা থেকে শক্তি আসে, আর সম্ভাবনা বিচার করে নিরাপদে বিনিয়োগ করা যায়। তখন ঋণ শোধের জন্য দুশ্চিন্তা বড় হয়না, বরং ব্যবসা একটি আনন্দদায়ক চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। জীবনে সফলতা আসে। তারই প্রমাণ দিয়েছেন ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার মধুমন্ডল ডাঙ্গী গ্রামের মিনু বেগম। তার দূর্বিষহ জীবন মুছে গিয়ে ফিরে এসেছে আর্থিক স্বচ্ছলতা।

মিনু বেগমের স্বামী মোঃ রহিম খান দিনমজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যেদিন কাজ পেতেন সেদিন ছেলে মেয়েদের নিয়ে দু'মুঠো খেয়ে থাকতেন। তার স্বামী প্রায়সই কর্মহীন থাকতেন। ফলে দারিদ্র্য তাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে থাকতো। স্বামীর আয় যেদিন হতো, নানাবিধ অভাবের কারণে সেদিনের মধ্যেই টাকা ফুরিয়ে যেত। অর্ধাহারেও দিন কেটেছে। সংসারের খরচ মেটানোর উপায় খুঁজেছেন দুজনেই। মিনু বেগমও আয় করার জন্য বিভিন্ন কাজ করেছেন। প্রতিবেশী স্বচ্ছল মানুষের কাছে কাজ চেয়েছেন, কখনোবা পেয়েছেন, তাতেও দিশা হয়নি। অর্থাভাবে সন্তানদের ভালো করে লেখাপড়া করাতে পারেননি। এ অবস্থা সত্যিই দূর্বিষহ।

২০১৮ সালে তিনি কারসার সদরপুর ব্রাঞ্চের বৃষ্টি মহিলা সমিতির সদস্য হন। প্রথমে ২০,০০০ টাকা বুনিয়াদ ঋণ নেন। ১৫,০০০ টাকা দিয়ে নিজের বাড়িতে মুরগি পালন শুরু করেন। বাকি ৫,০০০ টাকা দিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজির চাষাবাদ শুরু করেন।
একদিকে মুরগি পালন, অন্যদিকে শাক-সবজি চাষ করে দিন ভালোই চলতে শুরু করে। আশাবাদী মিনু বেগম এই খাতে আরো বিনিয়োগের কথা ভাবেন। প্রকল্প আকারে কাজ করে সফলতার ভাবনা ভাবতে থাকেন। বাড়তি আয়ের টাকা খামারেই বিনিয়োগ করেন। খামারে উন্নতি হতে থাকে।

শাক-সবজি বিক্রি করেও আয় হতে থাকে। বাড়তি আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় হিসেবে সংস্থায় জমা করেন। ঋণের টাকাও নিয়মিতভাবে পরিশোধ করেছেন। ঋণ পরিশোধের পরে পুনরায় ঋণ নিয়ে তার মুরগির ফার্ম বড় করেছেন।
দ্বিতীয় দফা জাগরণ কম্পোনেন্ট থেকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে পুরো টাকা দিয়ে পোল্ট্রি মুরগি তুলেছেন। স্বামীকে কাজে যুক্ত করেছেন। এই দফায় বেশ আয় হয়েছে। খানা খরচ মিটিয়েও হাতে কিছু টাকা রয়ে যায়। সেই টাকা দিয়ে চাষের জমির পাশে

কিছু নতুন জমি বন্ধক রেখে সবজি চাষের যায়গা বৃদ্ধি করেন।
তৃতীয় দফায় ৮০,০০০ টাকা জাগরণ ঋণ নেন। মুরগির ঘর মেরামত করেন এবং আরো মুরগির ছানা কেনেন। ততদিনে সংসারে লক্ষীর বসতি পোক্ত হতে শুরু করেছে।

এর পরে তিনি অগ্রসর কম্পোনেন্টে ১,২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বিনিয়োগের অংক বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে আয়। মুরগি কেনার সাথে খামার ঘর পাকা করেন। পঞ্চম দফায় ১,৫৬,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে পুনরায় বিনিয়োগ করেছেন।
মুরগি পালনে তারা সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। খামারের যত্নআত্তি ঠিক করে করেছেন। পুরোপুরি কেনা খাবারে অভ্যস্ত না হয়ে, খাদ্য তৈরি করেও খাওয়ান। এতে মুরগির স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধি ভালো হয়। ফলে বরাবর লাভ করতে পেরেছেন।

বর্তমানে তার ষষ্ঠ দফায় ২,০৪,০০০ টাকা অগ্রসর ঋণ চলছে। এ টাকাও তিনি খামারেই বিনিয়োগ করেছেন। তাদের পাশাপাশি ১ জন দিনমজুরও খামারে কাজ করেন। সন্তানরা লেখাপড়া শিখছে।

মাত্র ৫ বছরে মিনু ঘুরে দাড়িয়েছেন। ঘর তুলেছেন, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র রয়েছে। দারিদ্র্যকে সত্যিকারেই মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। মিনু বেগম এখন এলাকার একজন আদর্শ নারী। তাকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে অনেকেই মুরগি পালন শুরু করেছেন।

তাদের দুঃখের দিনে ঋণ দিয়ে পাশে থাকার জন্য তিনি কারসার মঙ্গল কামনা করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।